ইলামী ফাওয়ায়েদ
AL HIKMAH MEDIA
জালেমের কারাগারে
দয়াময়ের করুণাধারা
(২)
শাইখ ডঃ সামি আল উরাইদি হাফিজাহুল্লাহ
দ্বিতীয় ফায়দা
আল্লাহর কসম! বিপদ ও মসিবতের কারণে
দাওয়াতসমূহ পরাজিত হবে না।

জালেমের কারাগারে দয়াময়ের করুণাধারা

(২)

শাইখ ডঃ সামি আল উরাইদি হাফিজাহুল্লাহ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى الرسل والأنبياء أجمعين،

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদ এবং সকল নবী ও রাসুলদের উপর। অতঃপর-

এগুলো হচ্ছে কতিপয় ফায়েদা, আল্লাহ তাআলা আমাকে যেগুলো নিয়ে কয়েকটি পৃষ্ঠা লেখার তাওফিক দান করেছেন এবং যা আমি হাসিল করেছি তাহরির আশ শামের শাস্তির কারাগারে জুলুম ও শত্রুতাবশত আমাকে বন্দি কালীন সময়ে...। আর এগুলা হচ্ছে কিছু ইলমি ফায়েদা, বিচার-সালিশ ও আমাকে বন্দি করার কারণের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। সেগুলো তো হচ্ছে ভিন্ন বিষয়, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেগুলো স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে...। এখন আমি আমার বুজুর্গ-মুরুব্বী ও প্রিয়তম ব্যক্তিদের অনুরোধ ও প্রত্যাশার কারণে সে বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করেছি, কারণ আমি তাঁদের অনুরোধ ও প্রত্যাশাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

২য় ফায়েদা

আল্লাহর কসম! বিপদ ও মসিবতের কারণে দাওয়াতসমূহ পরাজিত হবে না!

প্রথম পর্বে আমি আল্লাহর মুজাহিদ বান্দাদের উপর তাঁর মহান নেয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম যে, তিনি তাঁদেরকে তাঁর বান্দাদের থেকে বাছাই করেছেন এবং তাঁদেরকে জিহাদের নেয়ামত দান করেছেন। ... সুতরাং জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর মহান নেয়ামতসমূহের একটি, যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। যদিও এ পথে রয়েছে অনেক বিপদআপদ ও দুঃখকষ্ট। এবং বান্দা এই পথে তাঁর শত্রুর ও দুশমনদের পক্ষ থেকে অনেক মসিবতের সম্মুখীন হবে। আর এটা হচ্ছে মাখলুকের ব্যাপারে আল্লাহর একটি সুন্নাহ। ...

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের জান, মাল ও জবান দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করবে, তাহলে অবশ্যই এই পথে তাঁর উপর সেই বিপদআপদ আসবে, যা তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও নেককারদের উপর এসেছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন-

(يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)

"(হজরত লুকমান আঃ বলেন) হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ"। (সুরা লুকমান-১৭)

এই ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ বলেন-

(ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه كان للرسل –صلوات الله عليهم وسلامه– من ذلك الحظ الأوفر وكان لنبينا –صلوات الله وسلامه عليه– من ذلك أكمل الجهاد وأتمه)

"আর যেহেতু উপলক্ষসমূহের কাঠিন্যতা সত্ত্বেও হক কথা বলা শ্রেষ্ঠ জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আপনি ওই ব্যক্তির সম্মুখে হক কথা বলবেন, যার অত্যাচার ও হুমকির ভয়

করবেন। আর নবী ও রাসুলদের (আঃ) জীবনে এই অধিক সৌভাগ্যবানকারী ইবাদত আছে। এবং আমাদের নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেও অধিক পূর্ণ জিহাদ রয়েছে"।

সুতরাং দাওয়াত ও জিহাদের সৈনিকদের উপর তাঁদের শত্রু, বিরোধী ও প্রতিপক্ষদের পক্ষ থেকে যে মসিবত ও পেরেশানি এসে থাকে, তা প্রকৃত পক্ষে দাওয়াত ও জিহাদের পথিকদের জন্য একটি পাথেয়। যা তাঁদের দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং তা বড় একটি খেদমত হবে। দাঈদের বিরোধীরা তা পেশ করে থাকে। এবং তারা বুঝেওনা। যেমনটি অনেক আছারে এসেছে...

(لا حكيم إلا ذو تجربة)..

"অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন হাকিম নেই"।

সুতরাং যে মসিবতগুলো দাঈ ও মুজাহিদদের উপর এসে পতিত হয়, তা তাঁদের শত্রুদের দুর্বলতা, তাদের দলিল ও অশান্তির দুর্বলতা এবং তাঁদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা না থাকা প্রকাশ করে দেয়। ... সুতরাং তারা ধারণার আশ্রয় নেয় যে, তাঁদের দাওয়াতকে দমন করবে, জিহাদের পথ থেকে তাঁদেরকে হটিয়ে দিবে। সুতরাং তখন বিষয়গুলো তারা যেমনটি কামনা করে, তার বিপরীত হয়ে যায়। ফলে জাদু জাদুকারীর উপর এসে পড়বে। কষ্ট নেয়ামতে রূপান্তরিত হবে। এবং কারাগার ও নির্বাসন অথবা অন্যান্য বিষয়ের দুঃখকষ্ট দান ও নেয়ামত হয়ে রূপান্তরিত হবে।

সুতরাং যে ধারনা করে যে সত্যের দাওয়াতসমূহ মসিবতের কারণে পরাজিত হবে, তারা দাওয়াত দাঈদের ইতিহাসের ব্যাপারে মূর্খ ও কল্পনা বিলাসী।

আল্লাহর কসম! মসিবতের কারণে দাওয়াতসমূহ কখনো পরাজিত হবে না। ... এবং ইতিহাসের এর ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এখানে আমি শাইখ আবু মুসআব যারকাবি রহ. ও শাইখ আবু মুহাম্মাদ মাকদিসি দাঃবাঃ এর সঙ্গে যা ঘটেছিল, সে ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই। গত শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর বছরগুলোতে জর্ডানের তাগুত তাঁদের দাওয়াতকে দমন করতে চাইলো।

এবং তাঁদেরকে বন্দি করলো ও তাঁদের উপর কঠিন শাস্তির নির্দেশ দিল। অতঃপর আল্লাহর ফজলে তাঁদের চক্রান্ত তাঁদের উপর-ই পতিত হল। অতঃপর তাঁদের দাওয়াত ও মানহাজ কারাগার ও বিচারসভাগুলোর বাইরেও খুব প্রশস্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো। সম্ভবত তাঁদের ধারণাতেও ছিলনা যে এভাবে ছড়িয়ে পড়বে। ... সুতরাং আল্লাহর ফজলে তাঁদের দাওয়াত বিভিন্ন প্রান্তে বিশাল নিদর্শন হিসেবে দেখা দিল।

এই ব্যাপারে আমাদের শাখ মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ বলেন-

والقيد ليس بموهن لي همتي ... والسجن ليس بمحبطٍ آماليا

يا أمّ لا تبكي لحبسي دمعةً ... وابكي لدينٍ ما عليه بواكيا

فالسجن خير من حياة مذلةٍ ... وأنا لربي قد نذرت حياتيا

أنا لست أركعُ رغبةً في لقمةٍ ... أو أشتكي سوطاً يُعربد عاتيا

فالسجن ليس بضائري إن ضمّني ... والقيد ليس معجلاً أكفانيا

والسجن ليس بحابسٍ لي دعوتي ... والقيد ليس بمطفئ أنواريا

“বন্দিত্ব আমার হিম্মতকে অপমানকারী নয়... এবং কারাগার আমার আশা ও স্বপ্নকে আবদ্ধকারী নয়।

হে আমার মা! আমার জন্য এক ফোঁটা অশ্রুও প্রবাহিত করবেন না!... এবং ওই দ্বীনের জন্য ক্রন্দন করুন, যার কোন কোন ক্রন্দনকারী নেই।

সুতরাং লাঞ্ছনার জীবন থেকে কারাগার-ই উত্তম। ... এবং আমি আমার জীবনকে আমার রবের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি।

আমি এক লোকমা গ্রাসের জন্য আমার স্বপ্নকে নতজানু করবো না... অথবা অত্যাচারী আমার উপর যে অত্যাচার করেছে, সে ব্যাপারে আমি অভিযোগ করবো না।

সুতরাং কারাগার আমার ক্ষতি করতে পারবেনা, যদিও আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়... এবং বন্দিত্ব আমার কাফনকে ত্বরান্বিত করতে পারবে না।

এবং কারাগার আমার দাওয়াতকে বন্দি করতে পারবে না। ... এবং বন্দিত্ব আমার আলোগুলোকে নির্বাপিত করতে পারবে না"।

এমনিভাবে যখন মিসরের তাগুত জামাল আব্দুন নাসের আমাদের যুগে শরীয়তের হাকিমিয়তের (বিধান প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার।) যে দাওয়াত সাইয়েদ কুতুব শহীদ প্রচার করছিলেন, তা বন্ধ করে দিতে চাইলো, এবং সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ.কে বন্দি করলো ও তাঁর দাওয়াত নিয়ে দরকষাকষি করার চেষ্টা করলো - তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। নাসের তাঁকে ফাঁসি দিল, যেন তাঁর দাওয়াত ও ফিকিরকে নিষিদ্ধ করা যায়। কিন্তু যখন সে এমনটি করলো, তখন আল্লাহর ফজলে পৃথিবীর দিক-দিগন্তে এই দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লো। আব্দুন নাসেরে চক্রান্ত তার উপর-ই অভিশাপ হয়ে পতিত হল, এবং এটা তার পক্ষ থেকে সাইয়েদ কুতুবের দাওয়াতের জন্য অনেক বড় একটি খেদমত হয়ে দেখা দিল।

সাইয়েদ কুতুবের একটি কথা নকল করা হয়, যা তিনি তাঁর মেহনতের ব্যাপারে বলেছিলেন। যখন তাঁর কাছে তিনি যেন উজর পেশ করেন, তার দাবী করা হয়েছিল, তাহলে তাঁকে ক্ষমা অরে দেওয়া হবে। তখন তিনি তাঁর ঐতিহাসিক কথাটি বলেছিলেন।

لن أعتذر عن العمل مع الله

"আমি আল্লাহর দ্বীনের জন্য যে কাজ করে যাচ্ছি, সে ব্যাপারে কোন ওজর কখনোই পেশ করবো না"। এবং শহীদ রহ. তাঁর দাওয়াতে অবিচল রইলেন। এমনকি তিনি যা তামান্না করতেন বিইজনিল্লাহ তা লাভ করলেন। এবং আল্লাহর ফজলে তাঁর দাওয়াত ও ফিকির ছড়িয়ে পড়লো।

এমনিভাবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. কে যখন তাঁর প্রতিপক্ষ কারাগারে বন্দি করলো। তখন কারাগার তাঁর রবের সাথে নিবিড় সম্পর্কের কারণ হল। এবং কারাগার থেকে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লো। সুতরাং এই ব্যাপারে তিনি যে বাক্যগুলো বলেছিলেন, তা যুগ থেকে যুগান্তরে মুখ থেকে মুখে আলোচনা হতে লাগলো।

((ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري ، فهي معي لا تفارقني ، أنا حبسي خلوة ، وقتلي شهادة ، وإخراجي من بلدي سياحة))

“আমার শত্রু আমার কি-ই বা করবে? আমার জান্নাত ও আমার বাগিচা তো আমার বুকে। আর তা আমার সাথেই রয়েছে, তুমি আমাকে তা থেকে পৃথক করতে পারবে না। আমার বন্দিত্ব হচ্ছে রবের সাথে আমার একাকী নিবিড় সম্পর্ক। আর আমার হত্যা হচ্ছে আমার শাহাদাত এবং আমাকে আমার ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কার করাটা হচ্ছে আমার ভ্রমণ”।

শাইখ রহ. অবিচল রইলেন। এমনকি কারাগারে ধৈর্যশীল ও সংযমী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলেন। এবং ইতিহাস সাক্ষী, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারী অসংখ্য হয়েছিল।

এবং এই যে ইমাম শাফেঈ রহ. এর ছাত্র ইমাম বুয়াইতি রহ. কে তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁকে বন্দি করতে চাইলো। যাতে তিনি তাদের খলকে কুরআনের বিদআত ও পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে একমত হোন। তখন তিনি তাঁর ঐতিহাসিক উক্তিটি বলেছেন-

(فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم)

“সুতরাং আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এই তরবারির নিচে মৃত্যুবরণ করবো। এমনকি আমার পর একটি জাতি আসবে, যারা জানবে যে এই প্রেক্ষাপটে সে মৃত্যু বরণ করেছে, যাদের তরবারির নিচে জাতি ছিল”।

শাইখ রহ. সুন্নাহর উপর অটল থাকলেন। এমনকি তিনি কারাগারেই মৃত্যু বরণ করলেন। সুতরাং তিনি তাঁর পড়ে শতাব্দী থেকে শতাব্দী আহলুস সুন্নাহর ইমাম হয়ে আছেন।

ইতিহাস এই ধরনের উপমা ও ঘটনাবলী দ্বারা ভরা, যা আমাদের জন্য এই কথা সাব্যস্ত করে যে, সত্যের দাওয়াতসমূহ মসিবতের কারণে পরাজিত হয় না। চাই যত কুটিল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র প্রতিপক্ষ করুক না কেন! সুতরাং তাদের এই চক্রান্ত ও কূটকৌশল সাময়িক কিছু ক্ষতি করলেও তা হচ্ছে গোপন নেয়ামত ও উপহার, যেখানেই থাকুক না কেন তাঁর নিদর্শন প্রকাশ পাবেই।

সুতরাং যে দাঈ তাঁর দাওয়াতের সত্যতা ও মানহাজের বিশুদ্ধতার উপর বিশ্বাস রেখেছেন, সে যেন এই দাওয়াতের কারণে যে মসিবত ও বিপদআপদ আসে, তা সয়ে যায়। আর সে জানে যে সত্যের দাওয়াতসমূহ মসিবতের কারণে পরাজিত হয়না। ... সুতরাং যখন আমরা এই সত্য দাওয়াতসমূহের কোন অনুসারীকে দেখবো যে, সে দাওয়াতের কারণে আসা মসিবতকে প্রতিহত করেছে এবং তাঁর মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাহলে আমরা জানবো যে, সমস্যা তার মধ্যে রয়েছে তার দাওয়াতের মাঝে নয়। আগামী পর্বে আমরা তা স্পষ্ট করবো বিইজনিল্লাহ।

হে আল্লাহ! আপনি দ্বীনের জন্য আমাদেরকে জিন্দা রাখুন! আপনাদের পথে আমাদেরকে মরণ দিন!

লিখেছেন-

শাইখ ডঃ সামি আল উরাইদি- আবু মাহমুদ আশ শামী হাফিজাহুল্লাহ

রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরি

হাইআত তাহরির আশ শামের কারাগার।